যুগান্তর

14 JAN 2017

রাজশাহীতে সরকারি স্কুলে ভর্তি

মেয়েদের সুযোগ সংকুচিত দুই স্কুলে আসন ৫০টি

রাজশাহী ব্যুরো

খোদ শিক্ষানগরী রাজশাহীতেই সরকারি স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার মেয়ে শিক্ষার্থীরা। নগরীতে ছেলেদের জন্য সরকারি স্কুল রয়েছে চারটি। আর মেয়েদের জন্য রয়েছে মাত্র দুটি সরকারি স্কুল। স্কুল সংখ্যার দিক দিয়ে মেয়েরা যেমন বৈষম্য রয়েছে তেমন রয়েছে আসন সংখ্যার দিক দিয়েও। এ দুটি সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণীতে মাত্র ৫০ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। তারা বলছেন, সরকার যেখানে সবক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সমান করেছে, সেখানে শিক্ষাব্যবস্থায় এ বৈষম্য মেনে নেয়া যায় না।

জানা গেছে, জেএসসি পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। কিন্তু খাতা পুনর্মূল্যায়নের ফল এখনও বাকি। এ কারণে নগরীর সরকারি স্কুলগুলোতে নবম শ্রেণীতে এখনও ভর্তি শুরু হয়নি। তবে শিগগিরই এ প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু এবারও ভর্তির ক্ষেত্রে রাজশাহী নগরীর সরকারি স্কুলগুলোয় কন্যাশিশুরা বৈষম্যের শিকার হতে যাচ্ছে। জানা গেছে, নগরীর সরকারি স্কুলগুলোতে তৃতীয় শ্রেণীতে ছেলেদের জন্য আসন রয়েছে ৪৪০টি। এর মধ্যে কলেজিয়েট স্কুলে রয়েছে ২০০টি আসন। ল্যাবরেটরি স্কুলে রয়েছে ১০০টি আসন। শিরোইল স্কুলে রয়েছে ১৩০ আসন ও সরকারি মাদ্রাসায় (হাইস্কুল) রয়েছে ১০টি আসন। অপরদিকে মেয়েদের জন্য সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৮০টি আসন। এখানে তৃতীয় শ্রেণীর কোনো আসন নেই। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী নগরীর মাত্র ১৮০ জন শিশুকন্যার ভর্তির সুযোগ পায়। এছাড়া এবার নগরীর দুটি সরকারি স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাবে মাত্র ৫০ জন। এর মধ্যে পিএন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ২০টি আর হেলেনাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসন মাত্র ৩০টি। অথচ এ দুটি স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অপেক্ষায় রয়েছে কয়েক হাজার মেয়ে শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারা খানম বলেন, 'রাজশাহীকে শিক্ষানগরী বলা হয়, অথচ এখানে মেয়েদের সরকারি স্কুলে পড়ার খুব বেশি একটা সুযোগ নেই। এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা খুবই জরুরি। কারণ, আমাদের মেয়েরা যেভাবে সবক্ষেত্রে এগিয়ে তাতে তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতেই হবে। এজন্য অন্তত আরেকটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দরকার।'তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের রাজশাহী বিভাগীয় উপ-পরিচালক ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী বলেন, 'মেয়েদের শিক্ষার পথ সংকুচিত— বিষয়টি এমন নয়। কারণ, ওই দুটি সরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে মেয়েদের ভর্তি করা হয়। ফলে তারাই তো পরবর্তী সময় একই স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ে। আর আসন ফাঁকা সাপেক্ষে ৫০টি আসনে তারাই নবম শ্রেণীতে ভর্তি নেয়।